একজন যুবায়ের ও বঙ্গ-সাহিত্য

লেখক পরিচিতি

গেল হপ্তায় কর্ণফুলীতে 'চাই আরেকটি ভাষা বিপ্লব' নামে গবেষনামুলক একটি জ্ঞানগভীর লেখা প্রকাশিত হয়েছিল। কয়েক সংখ্যায় তা প্রচারের মানসেই লেখাটির মুন্ড প্রথম প্রকাশ হয়েছিল মাত্র, কিন্তু মুল দেহ প্রকাশের আগেই বাধ্য হয়েই আতুড় ঘরের খিড়কি বন্ধ করে দিতে হয়েছিল আমাদের। ব্যাপক মুদ্রন প্রমাদজনিত কারনে লেখকের বিশেষ অনুরোধে তা করতে হয়েছে। তবুও এক সংখ্যাতে লেখাটি বিষয়ে সাহিত্যামোদী কিছু সংখ্যক পাঠকের আগ্রহ দেখে আমরা সত্যি মুগ্ধ হয়েছি। অনেকে লেখক সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন, বাংলা সাহিত্যের মই লেখক কতটুকু মাড়িয়েছেন, কোন অংশে লেখক ডক্টরেট করেছেন, কোন বিষয়ে থিসীস করেছেন ইত্যাদি নানা রকম প্রশ্ন। লেখার কারনে লেখকের কদর নাকি লেখকের কারনে লেখার কদর, অগভীর লেখালেখির কারনে আজকাল বাংলা সাহিত্যের বাজারে তা খুব একটা বুঝা যায় না। তবুও যুবায়েরের লেখাটি যে পাঠককুলের হৃদয়ে দাগ কেটেছে তা উৎসুক পাঠকদের প্রশ্নের ধরন থেকেই সহজে অনুধাবন হয়েছিল।

সামাজিক নাম যুবায়ের হাসান, পারিবারিক নাম 'রবিন'। সাহিত্যিক মা তাঁর স্নেহ কোমল সুরে ঐ নামেই তাকে ডাকতেন। জন্ম পদ্মাপাড়ের বিখ্যাত 'একাডেমীক সিটি' রাজশাহীতে। বয়স চার দশকের কিছু উপরে। সুখী ও বিশ্বস্থ সংসারী এবং একজন আদর্শ পিতা। পড়েছেন রাজশাহীতে, পেশাগত কারনে এখন রাজধানীর বুকে। বরাবরই একজন মেধাবী প্রকৌশলী হিসেবে বন্ধুমহলে তাঁর বেশ সুখ্যাতি আছে। উচ্চপদস্থ একজন প্রকৌশলী হিসেবে বর্তমানে একটি বাংলাদেশী সংস্থাতে তিনি কাজ করছেন। কথা সাহিত্যিক হুমায়ুন আহমেদ রসায়ন এর মৌলিক ও জৈবিক পদার্থের বিভাজন থেকে যেভাবে বাংলা সাহিত্যের 'রস' নিঙড়ে নিয়েছিলেন, লেখক যুবায়ের তেমন কিছু করেননি। বাংলা সাহিত্যে অনুরাগী যুবায়ের এ পর্যন্ত যা অর্জন করেছেন তার পেছনে ছিল ওঁর বিদুষী জননীর একনিষ্ঠ অনুপ্রেরণা। প্রগতির যুগে কোন জাগতিক কৌশল অবলম্বন না করেও প্রকৌশলী যুবায়ের হাসান সম্পুর্ন নিজ সাধনায় বাংলা সাহিত্যের সমুদ্র সৈকতে এখনো নিয়মিত অবগাহন করছেন। পড়েছেন অনেক, আহরন করেছেন ঈর্ষনীয় জ্ঞান যা তার লেখাটি পড়ে সহজে অনুমেয়। তথ্য সমৃদ্ধ তার লেখাটিতে এপার, ওপার, দুপাড় বাঙলার সাহিত্য ও সংস্কৃতিক বিষয়ে কিছু বৈষম্যমুলক মন্তব্য তিনি অত্যন্ত শালীনভাবে প্রকাশ করেছেন। সমসাময়িক কালে কারো লেখায় এমন সত্য ও সাহিসিকতা নজরে পড়েনি। শুধু জ্ঞানগর্ভ নয়, অনেক সময় সহজ সাহিত্য নিয়েও মজার কিছু প্রতিবেদন ও গল্প তিনি লিখেছেন। রাজধানীর ইষ্টক জঙ্গল থেকে বেরিয়ে মাঝে মাঝে মুক্তশ্বাস নিতে তিনি ছুটে যান রাজশাহী শহরের গা ছুঁয়ে যাওয়া পদ্মার পাড়ে। দুর্লভ বৃক্ষরাজী ও পুষ্প সজ্জিত পরিবেশে প্রকৃতি ও সাহিত্যের মিলন খুঁজতে আনমনে কলম চালিয়ে যান শুভ্র পেপিরাসের পাতায় পাতায়। কোলাহলমুক্ত ও নিরপোদ্রপ সাহিত্যচর্চায় তিনি অবসর সময়টুকু পদ্মা পাড়েই কাটান। সংশোধন শেষে আগামী হপ্তায় পুনরায় গোড়া থেকেই যুবায়ের হাসানের লেখাটি আমরা কয়েক সংখ্যায় ছাপিয়ে যাবো। আশাকরি আমাদের বিশ্ব-পাঠক সম্প্রদায় তার এই মুল্যবান লেখা থেকে বাঙলা সাহিত্যের অজানা অনেক সত্য জানতে পারবেন।

- - প্রধান সাম্পানওয়ালা